উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১ চৈত্র ১৪২৫ শনিবার ৪.০০ টাকা 16 March 2019 Saturday 20 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

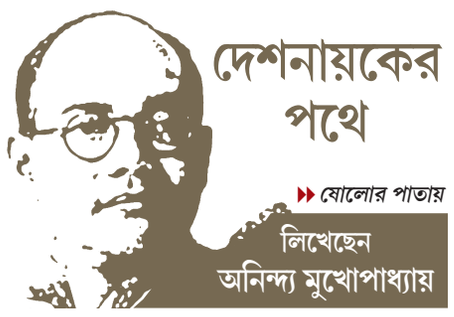

দেশনায়কের পথে

ষোলোর পাতায়

লিখেছেন অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে সরল মোর্চা

সিটংয়ে দলীয় কর্মীসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন বিনয় তামাং। পাশে মোবাইল হাতে বসে আছেন অমর সিং রাই। –সংবাদচিত্র

পাহাড়ে প্রার্থী নেই, বাম শিবিরে ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী না দিয়ে কেন পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলির জোট প্রার্থীকে সমর্থনের রাস্তায় গেল সিপিএম? এই আসনে কেন সারেন্ডার করল দল? দলের নীচুতলায় এখন এসব প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। দলের অন্দরের খবর, পুরো বিষয়টি নিয়ে রাজ্যস্তরে আলোচনার পরই সিদ্ধান্ত হয়, এই আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থী দেবে না। শুধু তাই নয়, জোট হলে কংগ্রেসও যেন ওই আসনে প্রার্থী না দেয়, তেমনই নাকি কথাবার্তা হয়েছে। পরিবর্তে পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে জোট প্রার্থীকেই সকলে সমর্থন করবে। প্রথমদিকে কংগ্রেস এই প্রস্তাবে রাজি না হলেও জোটধর্ম পালন করতে শেষ পর্যন্ত তাঁরা আর আপত্তি করেননি। এদিকে, এদিন জিএনএলএফ সহ পাহাড়ের কয়েকটি আঞ্চলিক দলের বৈঠক হলেও সেখান থেকে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।

আনন্দ পাঠক, এসপি লেপচার মতো সিপিএম নেতারা দার্জিলিং লোকসভা আসনে বামেদের প্রার্থী হয়ে পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলির দাপটের মাঝেও লড়াই করে সাংসদ হয়েছিলেন আট ও নয়ের দশকে। এমনকি ২০০৭ সালের শেষদিক থেকে পাহাড়ের রাশ জিএনএলএফের হাত থেকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার হাতে আসার পরেও বামেরা প্রার্থী দেয়। ২০০৯-এ ওই আসনে বর্তমান জেলা বামফ্রন্ট আহ্বায়ক জীবেশ সরকার ও ২০১৪ সালে প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ সমন পাঠককে বামেরা প্রার্থী করলেও তাঁরা পরাজিত হন। কিন্তু পরাজিত হলেও তাঁরা যে ভোট পেয়েছিলেন তা পাহাড়ের সেই সময়কার পরিস্থিতির নিরিখে খুব খারাপ ছিল না। পরবর্তী সময় ২০১৫ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগম

ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ভোটে সিপিএম ভালো ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে দুটি জায়গায় বোর্ড দখল করে। ২০১৬-র শিলিগুড়ি বিধানসভা ভোটে তৃণমূলকে হারিয়ে সেখানে জয়ী হয়েছিলেন সিপিএমের প্রার্থী তথা বর্তমান শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। পাহাড়ে তেমন সুবিধাজনক পরিস্থিতি না থাকলেও সমতলের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএমের ভালো ভোটব্যাংক রয়েছে বলেই বিশ্বাস দলীয় সমর্থকদের। সেই কারণে ফলাফল যাই হোক না কেন, নিজেদের শক্তি যাচাইয়ের জন্য হলেও এই আসনে প্রার্থী দেওয়া উচিত ছিল বলে মনে করছেন অধিকাংশ বাম নেতা-কর্মী।

ফ্রন্টের অনেক নেতা-কর্মীর বক্তব্য, 'সমতলে আমাদের বিরাট সমর্থন এখনও রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দল সেখানে প্রার্থী না দিয়ে একপ্রকার ভোটের আগেই আত্মসমর্পণ করল।' দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক জীবেশ সরকার বলেন, 'আমরা একজন পাহাড়ের 'কমন' প্রার্থী চাইছি। সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আঞ্চলিক দলগুলিকেই। আমরা অপেক্ষা করছি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। আমরা ওদের উপর ভরসা রাখছি। আমরা ও কংগ্রেস ওদের প্রার্থীকেই সমর্থন করব। কিন্তু যদি শেষ মুহূর্তেও ওরা না পারে তখন আমরা বিকল্প চিন্তাভাবনা করব।'

এদিন পাহাড়ের কয়েকটি আঞ্চলিক দলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তৃণমূল ও মোর্চা জোটের প্রার্থীকে যেভাবেই হোক হারাতে হবে। জিএনএলএফের সাধারণ সম্পাদক মহেন্দ্র ছেত্রী বৈঠকের পর জানিয়েছেন, 'অমর সিং রাইকে হারাতে আমরা প্রয়োজনে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত। তবে এদিনও প্রার্থী ঠিক করা যায়নি। দলগতভাবেও জিএনএলএফ শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।'

মমতার চালে মাত পাহাড়

রণজিৎ ঘোষ

১৫ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হলেও এখনও তিনি দার্জিলিংয়ের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেননি। তৃণমূল কংগ্রেসে সরকারিভাবে যোগও দেননি। কিন্তু এরই মধ্যে গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে সরে আসছেন অমর সিং রাই। শুক্রবার তিনি বলেন, 'গোর্খাল্যান্ড বাস্তব সম্মত দাবি নয়। আমরা তো বিজেপিকে ১০ বছর ধরে এই দাবিটা নিয়ে খেলতে দেখলাম। কিন্তু বাস্তবে কিছুই করেনি। তাই আমরা মনে করি, গোর্খাদের পরিচিতি এবং পাহাড়ের উন্নয়ন, এই দুটোকেই আমরা নির্বাচনের প্রচারে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। গোর্খাল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা আমরা বলব না।' গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর সভাপতি বিনয় তামাংও বলেছেন, 'উন্নয়ন দিয়েই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে। আমরা পৃথক রাজ্য নয়, রাজ্যের মধ্যে থেকেই গোর্খাদের কীভাবে একটা 'আইডেন্টিটি' দেওয়া যায়, কীভাবে ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল চুক্তিকে নতুনভাবে রিভিউ করা যায় সেসবই আমাদের লক্ষ্য।' কিন্তু বিজেপি যদি আবার গোর্খাল্যান্ড ইশ্যুকে সামনে এনে প্রচার করতে চায়? বিনয় বলেন, 'পাহাড়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। সেটা আর সম্ভব হবে না। পাহাড়ের মানুষ বুঝে গিয়েছেন, যে গোর্খাল্যান্ড সম্ভব নয়।' অমর সিং রাই এবং বিনয় তামাংয়ের কথা থেকে স্পষ্ট, কারণ যাই হোক না কেন পাহাড় নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌশলে তাঁরা মাত হয়ে গিয়েছেন।

২০০৭ সাল থেকে যে কয়েকজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে বিমল গুরুং গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন বিনয় তামাং। গুরুংয়ের নেতৃত্বাধীন মোর্চায় ধীরে ধীরে 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' হয়ে উঠেছিলেন বিনয়। গোর্খাল্যান্ডের দাবি এবং রাজ্য সরকার বিরোধী ঝাঁঝালো বক্তব্য, গোপন আস্তানায় গিয়ে অনবরত দলের 'ফাইটিং সেল'-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজ অনায়াসে বছরের পর বছর করেছেন বিনয়। বিমল-বিনয়দের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে ২০০৮-০৯ সালে মোর্চায় নাম লেখান অমর সিং রাই। পরে তিনি পুরসভার চেয়ারম্যান হন এবং তার পরে মোর্চার টিকিটে ২০১৬ সালে দার্জিলিং থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। বিধানসভায় গিয়ে পাহাড়ের তিন বিধায়ক গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে সরব হবেন এমন আশ্বাসও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তৃণমূলের প্রার্থী হতেই সম্পূর্ণ উলটো সুর অমর সিং রাই এবং বিনয়ের মুখে। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী অমর সিং রাই বলেন, 'শনিবারই বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেব। আমাদের নির্বাচনি ইস্তাহারে 'গোর্খাল্যান্ড' থাকছে না। আমরা গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে সরে আসছি। আমরা গোর্খাদের আইডেন্টিটি (পরিচয়), পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়ন, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে (জিটিএ) আরও ক্ষমতা দেওয়া, একে সংবিধান স্বীকৃত এবং আরও শক্তিশালী করার কথা বলছি। মোট আট দফা দাবি রাখছি। আমরা বুঝেছি যে ১০ বছর ধরে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েও যখন কিছু করতে পারেনি তখন আর কোনো সম্ভাবনা দেখছি না।'

মোর্চা সভাপতি বিনয় তামাং বলেন, 'গোর্খাল্যান্ড পাহাড়ের একটা আবেগ ঠিকই, কিন্তু এর বাস্তবতা যে নেই তা আমরা বুঝছি। বরং পাহাড়ের উন্নয়নকেই আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। দার্জিলিংকে কেন্দ্রের নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নের উন্নয়ন প্রকল্পে (ডোনার) অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলছি। পাহাড়ের ৭০-৮০ শতাংশ মানুষেরই জমির পাট্টা নেই। আমরা জমির পাট্টার দাবিও রেখেছি।' তাঁর বক্তব্য, 'গোর্খাদের যে নেপালের বাসিন্দা বলে কটাক্ষ করা হয় এবার সেই বদনামও ঘোচাতে হবে। আমরা সংসদে গেলে ভারত-নেপাল চুক্তি রিভিউ করার দাবি তুলব। এসব উন্নয়ন দিয়েই পাহাড়ের মানুষের গোর্খাল্যান্ডের আবেগকে দূরে সরাতে হবে।' অন্যদিকে, বিনয় তামাংয়ের এক সময়ের রাজনৈতিক সঙ্গী বর্তমান জন আন্দোলন পার্টির (জাপ) নেতা ডঃ হরকাবাহাদুর ছেত্রী বলেন, 'আমি যখন কালিম্পং জেলার দাবি তুলেছিলাম, সেই সময় এই বিনয় তামাংই সবচেয়ে বেশি করে আমাকে গোর্খাল্যান্ড বিরোধী বলে চিৎকার করেছিল। আজ বিনয় বুঝছে যে গোর্খাল্যান্ড দূরের কথা, পাহাড়ের উন্নয়ন করার মতো ক্ষমতাটুকুও তাঁদের নেই। ওরা তো নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে।' হরকাবাহাদুরের কটাক্ষ, 'এই বিনয় তামাং এক বছর পরে আবার অন্যকিছুও বলতে পারে।'

> **আমাদের নির্বাচনি ইস্তাহারে 'গোর্খাল্যান্ড' থাকছে না। আমরা গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে সরে আসছি।**
>
> **–অমর সিং রাই**
> *তৃণমূল প্রার্থী, দার্জিলিং লোকসভা*

> **গোর্খাল্যান্ড পাহাড়ের একটা আবেগ ঠিকই, কিন্তু এর বাস্তবতা যে নেই তা আমরা বুঝছি। বরং পাহাড়ের উন্নয়নকেই আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি।**
>
> **–বিনয় তামাং,** *মোর্চা সভাপতি*

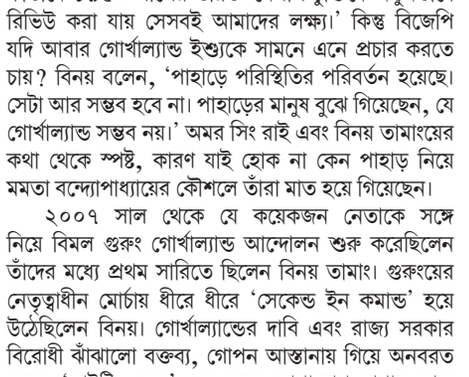

নজরকাড়া

নিউজিল্যান্ডে জঙ্গি হামলা

ষোলোর পাতায়

বামফ্রন্টের আংশিক তালিকা

আটের পাতায়

দুই ঠিকাদারের বচসা, আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে হুমকি

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ রাজ্য সরকারের মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যার ভিতরে দুই ঠিকাদারের মধ্যে বচসার জেরে একজন অন্যজনের কপালে রিভলভার ঠেকিয়ে খুনের হুমকি দিয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে এমনই ঘটনা ঘটেছে উত্তরকন্যার অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের তিনতলায়। সূত্রের খবর, টেন্ডার পাওয়া এবং অন্যান্য ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। বচসা চলাকালীনই সেখানে ধাক্কাধাক্কিও হয়। এরপরই একজন অন্যজনের মাথায় রিভলভার ঠেকান। উত্তরকন্যার মতো অতিসংবেদনশীল এবং নিরাপত্তাবেষ্টনীর ভিতরে কীভাবে একজন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঢুকলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কোনো কর্তাই বিষয়টি

উত্তরকন্যা

নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও দপ্তরের প্রধান সচিব ফোন ধরেননি। মেসেজেরও জবাব দেননি। শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার ভরতলাল মিনা বলেছেন, 'দুই ঠিকাদারের মধ্যে একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। তবে, সেখানে কেউ আগ্নেয়াস্ত্র বের করেছিলেন, এমন খবর নেই। বিষয়টি দু'পক্ষই আলোচনা করে মিটিয়ে নিয়েছেন। কোনো লিখিত অভিযোগ হয়নি।'

উত্তরকন্যার নিরাপত্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী এখানে থাকাকালীন যে ধরনের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা চোখে পড়ে, বছরের অন্য কোনো সময় প্রায় কোনো নিরাপত্তাই এখানে চোখে পড়ে না। যে কেউ হেঁটে বা গাড়ি নিয়ে মূল ফটক পেরিয়ে সরাসরি উত্তরকন্যার ভিতরে ঢুকে যেতে পারেন। কাজেই নিরাপত্তা নিয়ে একটা প্রশ্ন প্রথম থেকেই ছিল। এরই মধ্যে দপ্তরের ভিতরে খোদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের দুই ঠিকাদারের মধ্যে এদিনের বচসা এবং আগ্নেয়াস্ত্র বের করা নিয়ে প্রশাসনিক মহলেই হইচই পড়ে গিয়েছে। *এরপর আটের পাতায়*

উত্তপ্ত লক্ষ্মীপুরে নামানো হল কেন্দ্রীয় বাহিনী

চোপড়া, ১৫ মার্চ ঃ ভোট ঘোষণা হতেই চোপড়ার অতি স্পর্শকাতর এলাকা লক্ষ্মীপুরে শুক্রবার কেন্দ্রীয় বাহিনী নামল। প্রশাসন এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এদিন চোপড়ায় নেমেছে। লক্ষ্মীপুর হাইস্কুল তাদের বেস পয়েন্ট করা হয়েছে। চোপড়ার অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে ব্লকের আরও একাধিক জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের বাহিনী রাখার জন্য চোপড়া কলেজ নেওয়া হয়েছে। চোপড়ার বিডিও জুনেইদ আহমেদ বলেন, 'এদিন এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চোপড়ায় নেমেছে। লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকেই চোপড়ার লক্ষ্মীপুরে লাগাতার রাজনৈতিক হানাহানি ও সংঘর্ষ চলছে। গুলি, বোমাবাজি ওই এলাকার রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষে ওই এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে একাধিক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। রাজ্য পুলিশকে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে হামলার মুখে পড়তে হয়েছে। লোকসভা ভোটে লক্ষ্মীপুর সহ চোপড়ার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে। ফলে ভোট ঘোষণা হতেই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী আসা এবং লক্ষ্মীপুরে তাদের টহলদারি শুরু হওয়ায় সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক হানাহানি এবং এলাকা দখলে রাখতে লক্ষ্মীপুর সহ চোপড়ার বিভিন্ন এলাকা আগ্নেয়াস্ত্রের ভাঁড়ারে পরিণত হয়েছে। পুলিশের ব্যর্থতায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। আমজনতার দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনির উপস্থিতিতে এলাকার অবৈধ গোলাবারুদ উদ্ধারে চিরুনি তল্লাশি চালানো হোক। সেইসঙ্গে এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা হোক। *এরপর আটের পাতায়*